Ethics in Practice

Edited by

Paromita Roy

First Published: November, 2023

© Cognition Publications

Published by

Orance Mahaldar

Cognition Publications

West Saptagram, Bisharpara, Birati, Kolkata-700051

http://cognitionpublications.com/

E.Mail: cognitionpublications@gmail.com

Phone: +91-7044772392

In Association with

Department of Philosophy, Panskura Banamali College, Purba Medinipur, West Bengal, India

Printed by

S. P. Communications Pvt. Ltd., Kolkata-700009

Cover Design: Saikat Majumder

ISBN : 978-93-92205-88-0

Price: ₹ 650

Scanned with OKEN Scanner

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের গুরুত্ব

নমিতা সাহা

ভগবানের বিভিন্নরূপে অবতরণঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভগবান জলের রূপে অবতার নিলে গঙ্গা, যমুনার রূপে অবতার নেন। যখন তিনি পাথরের রূপে অবতার নিতে চান তখন শ্রী বিগ্রহ রূপে অবতার নেন। যখন তিনি ভূমির রূপে অবতার নিতে চান তখন বৃন্দাবন ধাম রূপে অবতার নেন। যখন কোনো ব্যক্তির রূপে অবতার নিতে চান তখন শ্রীগুরু রূপে অবতার নেন। যখন সময় রূপে অবতার নিতে চান তখন মাধব তিথি, একাদশী রূপে অবতার নেন। আর যখন শব্দ রূপে প্রকট হতে চান তখন মহামন্ত্র অর্থাৎ ভগবানের যে নাম আছে সেই নামরূপে অবতার নেন। যখন কাষ্ঠের (কাঠের) রূপে তিনি অবতার নিতে চান তখন শ্রী জগন্নাথজির রূপে আসেন। সেইরকম ভাবে ভগবান যখন পুস্তকরূপে অবতার নেন, তখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ভাগবত এর রূপে অবতার নিয়ে থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্নঃ এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। ভগবদগীতাই ভগবানের রূপ। আমরা জানি শাস্ত্রে শ্লোক আছে, "নাম চিন্তামনি কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহ। পূর্ণশুদ্ধ নিত্যমুক্ত অভিন্ন তন্নামনামিনো"। ভগবানের নামে, রূপে, লীলায় কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের বিশেষ কাজ আছে। আমরা মুখ দিয়ে খাই, চোখ দিয়ে দেখি, সুগন্ধি নিই নাক দিয়ে কিন্তু ভগবানের নাম, রূপ, লীলা ভগবানের কথায় কোনো ভিন্নতা নেই। পুস্তক ভগবদ্গীতা আর সাক্ষাত ভগবান এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এমন নয় যে, ভগবানের বলেছেন বলেই কেবল এটা পবিত্র। ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার। ভগবানের করুণা যা শব্দরূপে আমরা ভগবদ্গীতায় পড়ি। এই ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার।

করুণাময় ভগবানের সহজগম্য অবতারঃ কলিযুগের জীবদের কৃপা করে ভগবানের এই সহজগম্য (Accessible) অবতার। যেভাবে আপনি দেখুন যদি কোনো বাচ্চা তার পিতাকে স্নেহ করতে চায়, গালে আদর করতে চায়, তখন তার জন্য সেটা সম্ভব হয় না, কারণ বাচ্চা ছোট এবং তার পিতা ৬ ফুট লম্বা।

Scanned with OKEN Scanner

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠের গুরুত্ব

নমিতা সাহা

ভগবানের বিভিন্নরূপে অবতরণঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ভগবান জলের রূপে অবতার নিলে গঙ্গা, যমুনার রূপে অবতার নেন। যখন তিনি পাথরের রূপে অবতার নিতে চান তখন শ্রী বিগ্রহ রূপে অবতার নেন। যখন তিনি ভূমির রূপে অবতার নিতে চান তখন বৃন্দাবন ধাম রূপে অবতার নেন। যখন কোনো ব্যক্তির রূপে অবতার নিতে চান তখন শ্রীগুরু রূপে অবতার নেন। যখন সময় রূপে অবতার নিতে চান তখন মাধব তিথি, একাদশী রূপে অবতার নেন। আর যখন শব্দ রূপে প্রকট হতে চান তখন মহামন্ত্র অর্থাৎ ভগবানের যে নাম আছে সেই নামরূপে অবতার নেন। যখন কাষ্ঠের (কাঠের) রূপে তিনি অবতার নিতে চান তখন শ্রী জগন্নাথজির রূপে আসেন। সেইরকম ভাবে ভগবান যখন পুস্তকরূপে অবতার নেন, তখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ভাগবত এর রূপে অবতার নিয়ে থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্নঃ এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। ভগবদগীতাই ভগবানের রূপ। আমরা জানি শাস্ত্রে শ্লোক আছে, "নাম চিন্তামনি কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস-বিগ্রহ। পূর্ণশুদ্ধ নিত্যমুক্ত অভিন্ন তন্নামনামিনো"। ভগবানের নামে, রূপে, লীলায় কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের বিশেষ কাজ আছে। আমরা মুখ দিয়ে খাই, চোখ দিয়ে দেখি, সুগন্ধি নিই নাক দিয়ে কিন্তু ভগবানের নাম, রূপ, লীলা ভগবানের কথায় কোনো ভিন্নতা নেই। পুস্তক ভগবদ্গীতা আর সাক্ষাত ভগবান এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এমন নয় যে, ভগবানের বলেছেন বলেই কেবল এটা পবিত্র। ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার। ভগবানের করুণা যা শব্দরূপে আমরা ভগবদ্গীতায় পড়ি। এই ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার।

করুণাময় ভগবানের সহজগম্য অবতারঃ কলিযুগের জীবদের কৃপা করে ভগবানের এই সহজগম্য (Accessible) অবতার। যেভাবে আপনি দেখুন যদি কোনো বাচ্চা তার পিতাকে স্নেহ করতে চায়, গালে আদর করতে চায়, তখন তার জন্য সেটা সম্ভব হয় না, কারণ বাচ্চা ছোট এবং তার পিতা ৬ ফুট লম্বা।

Scanned with OKEN Scanner

কিন্তু যদি বাবা তার মাথা নিচু করেন তাহলে বাচ্চা তার বাবাকে আলিঙ্গন করতে পারে। ঠিক সেইরকমভাবে ভগবানকে বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু আমাদের প্রতি প্রীতিবশত ভগবান করুণা করে আমাদের কাছে সহজবোধ্য হন। ভগবান আমাদের সামনে আসেন, ভগবদগীতা এবং ভাগবতের মাধ্যমে যাতে আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি।

বহনযোগ্য মন্দিরঃ আমরা যদি ভগবানকে দর্শন করতে চাই তাহলে আমাদের মন্দিরে যেতে হবে, পবিত্র হতে হবে, স্নান করতে হবে, তপস্যা করতে হবে। কিন্তু ভগবদগীতার মাধ্যমে ভগবান আমাদের Portable Temple (বহনযোগ্য মন্দির) দিয়েছেন। যে ভাবে আমরা সেলফোন নিয়ে সব জায়গাতে ঘুরে বেড়াই। পুরো পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় সেলফোনের মাধ্যমে। ঠিক সেই রকমভাবে ভগবদগীতা যদি আমরা আমাদের কাছে রাখি এটা হচ্ছে Portable Temple (বহনযোগ্য মন্দির), Accessible (সুগম, সুলভ)। যখন চাই তখন আমরা ভগবানের সাথে আমরা যুক্ত হতে পারি।

ভগবানের বাংময় বিগ্রহঃ পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত হল ভগবানের রূপের একটি বিস্তার। সেখানে বলা হয়েছে যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ভগবানের দুটি চরণ, ঠিক একইভাবে পদ্ম পুরাণে গীতার সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে গীতার প্রথমে ৫টি অধ্যায়ে হচ্ছে ভগবানের বিশ্বরূপের ৫টি মস্তক, গীতার ৬ষ্ঠ থেকে ১৫ - এই ১০টি অধ্যায় হচ্ছে ভগবানের ১০টি হাত। আর গীতার ১৬ অধ্যায় হচ্ছে ভগবানের নাভি, আর গীতার যে, সপ্তদশ অধ্যায় এবং অষ্টাদশ অধ্যায় হচ্ছে, ভগবানের দুই চরণ। তাই যদি আমরা গীতার যে কোন অধ্যায়ের সাথে সংযোগ করি, তাহলে আমরা ভগবানের সাথে সংযোগ স্থাপন করছি। তাহলে গীতা কী? এটা আমরা যদি ভগবানের কাছে থেকে জানতে চাই, তাহলে মহাভারতে ভগবান বলেছেন, গীতা হচ্ছে আমার হৃদয়। গীতা যে ভগবানের হৃদয় এটা ভগবান তার শ্রীমুখে বলেছেন।

গীতাকে শ্রীমদ্‌ভাগবদগীতা বলা হয় কেন? বস্তুত সবার মধ্যে যে হৃদয় আছে সেটা হচ্ছে অন্তরঙ্গ জিনিস (Intimate thing)। রাস্তায় চলার সময় আমরা

Scanned with OKEN Scanner

কাউকে আমাদের হৃদয় দিই না। কিন্তু ভগবানের করুণা হল ভগবান তার হৃদয়, তার শ্রীমুখ থেকে বের করে লোকেদের কাছে সুলভ করে দিয়েছেন যাতে তারা ভগবানের সাথে যুক্ত হতে পারে। আমরা যখন গীতা পাঠ করি, শুনি এবং বিতরণ করি, তখন আমরা ভগবানের সাথে যুক্ত হই। ভগবানের করুনার গান আছে। গীতা মানে যা গান আকারে গাওয়া হয়েছে। ভগবদগীতা মানে ভগবানের দ্বারা গীতা গান। কেন গাওয়া হয়েছে এই গান? দয়ার কারণে, ভগবান জীবদেরকে তার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই গান গেয়েছেন। আর এই ভগবদগীতার পূর্বে শ্রীমদ্ শব্দাংশ যুক্ত হয়েছে। শ্রী মানে সৌন্দর্য এবং শ্রীমদ মানে সৌন্দর্যসম্পন্ন। যেমন দশরথ মহারাজকে বলা হয়েছে শ্রীমদ দশরথ অর্থাৎ দশরথ মহারাজ অত্যন্ত সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি। কেন তিনি এত সুন্দর? কারণ তিনি ভগবান শ্রীরামকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। ভগবদগীতা হচ্ছে ভগবানের হৃদয় এবং যে ব্যক্তি তাঁর হৃদয়ে গীতাকে স্থান দেন সেই ব্যক্তি, যে গৃহে গীতা রাখেন সেই গৃহে, যে দেশে গীতা থাকে সেই দেশ, সেই দেশের রাজা, প্রজা সকলেই শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠে। তাই ভগবদ্গীতার পূর্বে শ্রীমদ কথাটি যুক্ত হয়েছে। এভাবে পুরো শব্দটি হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রেমপত্রঃ বস্তুত এই গীতা একটি প্রেমপত্র। যে রকমভাবে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে প্রেমপত্র লেখেন, "তুমি আমার সাথে এখানে দেখা করতে এসো, এই সময়ে দেখা করতে এসো"। অবশ্য আজকাল কেউ চিঠি লেখে না হোয়াটসঅ্যাপ করেন। যাই হোক এই গীতা হচ্ছে একটি প্রেমপত্র।

গীতায় ১৮টি অধ্যায় আছে, ৭০০টি শ্লোক আছে। ৭০০ শ্লোকের মধ্যে ৫৭৪টি শ্লোকে কৃষ্ণ কথা বলেছেন, ৮৫ টি শ্লোক অর্জুন বলেছেন, ৪০ টি শ্লোক সঞ্জয় বলেছেন এবং ১টি ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন।

এই ৭০০ শ্লোকের মধ্যে ভগবান ৫৭৪ টি শ্লোক বলেছেন। এই ৫৭৪ টি শ্লোকের মধ্যে ২০০ টিরও বেশি শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, তুমি এটা করলে তুমি আমার কাছে দ্রুত আসতে পারবে। একবার আমার কাছে আসলে তোমাকে পুনরায় সেখানে যেতে হবে না। তুমি এটা করলে শান্তি পাবে, তুমি এটা করলে আমাকে লাভ করতে পারবে। তো এইটা হচ্ছে প্রেমপত্র। ভগবান এখানে আমাদেরকে বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছেন কী করলে আমরা তাঁকে লাভ করতে

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] এই ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে ২০০টিরও বেশি শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, ভগবানের বিশেষ করুণায় আমরা তাঁকে লাভ করতে পারি। তিনি বলেছেন, "তুমি আমার কাছে চলে এসো, তুমি এখানে দুঃখ ভোগ করছ, সেটা বুঝতে পারছ না, তুমি কষ্ট করছ। তাই দয়া করে আমার কাছে চলে এসো"।

প্রেমপত্র পড়ার আবশ্যকতাঃ এই প্রেমপত্র এটাকে কী করতে হবে? সেটা আমাদেরকে অবশ্যই পড়তে হবে। আমাদেরকে যদি কেউ প্রেমপত্র দেয় আমরা সেটা কী করি? পড়ি নাকি সেটা ভালো করে রেখে দিয়ে পূজা করি? গীতার পূজা করা কোনো দোষ নয়। পূজা তো করতে হবে কেননা ভগবানের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটা জিনিসই আমাদের কাছে স্পেশাল। যেমন করে মাধবেন্দ্র পুরীকে ভগবান ক্ষীর দিয়েছিলেন। ক্ষীর তো তিনি খেয়েছিলেন সাথে সাথে মাটির পাত্রটাকেও টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলেছিলেন এটা চিন্তা করে যে, এইটা ভগবান স্পর্শ করেছেন। ভগবানের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটা জিনিসই আমাদের পূজনীয়। কিন্তু পূজা করার সাথে সাথে সেটা খুলে দেখতে হবে। গীতা কেবল লাল শালু দিয়ে মুড়িয়ে রাখার জিনিস নয়। একে ভালবেসে অধ্যয়ন করতে হয়, আত্মস্থ করতে হয়, চর্চা করতে হয় এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হয়।

কেননা প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সিস্টেম আছে। যদি প্রসাদ হয় তাহলে আমাদেরকে তা সম্মান করতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে। যদি কেউ আমাদেরকে গোলাপজাম দেয়, রসগোল্লা দেয় তাহলে আমরা কী করব? সেটা প্রণাম করে রেখে দেব নাকি সেটা খেয়ে নেব? প্রসাদ খেতে হয় আর কৃষ্ণকথা [illegible]। তো প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সিস্টেম আছে। অনেকেই আছে যদি [illegible] গীতা নিতে বলা হয় তাহলে তারা প্রণাম করে রেখে দেয়। আপনি [illegible], আরতি করতে পারেন তাতে সমস্যা নেই কিন্তু সেটা [illegible]। কেননা এটা ভগবানের লেখা প্রেমপত্র।

[illegible] আমাদের এই রকম মনোভাব [illegible] লিখেছেন। আওমরা যেই [illegible] দিয়ে নিজের নাম লিখে [illegible] আর যেই নাম আছে।

এরপর শ্লোক পড়ুন, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং .... যদি তুমি এগুলো করে তাহলে আমি অবশ্যই তোমার নৈবেদ্য গ্রহন করবো। এরপর নিচে ভগবানের নাম লিখুন yours Father শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব। এরকমভাবে গীতাকে আমাদের পার্সোনাল লেটার মনে করতে হবে। এটা ভগবান আমার জন্যই লিখেছেন। এরকমভাবে আমাদেরকে গীতা পড়তে হবে।

কী হয় গীতা পড়ার মাধ্যমে? শাস্ত্রে বলা হয়েছে যখন আমরা গীতা পড়ি তখন আমরা দুঃখ, ভয়, মোহ থেকে মুক্ত হতে পারি। দুঃখ থেকে কীভাবে মুক্ত হতে পারি? আপনি দেখুন পুরো সংসারে সব থেকে চিন্তা কী নিয়ে হয়? যা আমার কাছে নেই, সেটা আমার চাই। যেটা আমার কাছে আছে কেউ হয়তো সেটা নিয়ে যেতে পারে এবং যেটা আমার কাছে নেই সেটার জন্য দুঃখ হয়।

ভয় – আমার কাছে আছে কেউ হয়তো সেটা নিয়ে যেতে পারে।

শোক – আমার এটা নেই সেজন্য শোক

মোহ – যদি আমার এটা থাকত - এইরকম মোহ

আপনি যদি সকাল থেকে রাতে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত চিন্তা করেন তাহলে এই তিনটা জিনিসই দেখতে পারবেন।

কিন্তু যখন গীতা পড়ি তখন শোক, ভয়, মোহ দূর হয়ে যায়।

কীভাবে?

যেটা আমার কাছে আছে সেটা তো আমার নয়। ভগবান এটা আমাকে দিয়েছেন এটা আমার নয়। তখন মোহ চলে যাবে।

ভয় আসবে না – আমার কাছে আজকে ভগবান যেটা দিয়েছেন যদি ভগবান সেটা নিয়ে নেন তো কোনো সমস্যা নেই কারণ এটা তো আমার ছিলই না। এটা ভগবানের তিনি দিয়েছিলেন আবার তিনিই নিয়ে নিয়েছেন। তাই ভয় নেই।

যেটা আমি পাইনি – ভগবানের ইচ্ছা, যদি উনি দিতে চান দেবেন না হলে দেবেন না; এটা তার ইচ্ছা। এভাবে শোক চলে যাবে।

Scanned with OKEN Scanner

কীভাবে গেলো এই দুঃখ? গীতা পড়ার মাধ্যমে।

যখন আপনি গীতা পড়বেন, গীতার জ্ঞান যখন বাড়তে থাকবে, গীতা পড়ার মাধ্যমে অনেক কিছুই লাভ হয়ে থাকে। প্রথমে জ্ঞান (Information) বাড়ে তারপর ভগবানের সঙ্গে আমাদের সংযোগ অনুভব (Connection) করি, হৃদয় শুদ্ধ হয় (Purification) জীবন পরিবর্তন (Transformation) হয়, মায়া থেকে সুরক্ষা (Protection) পাওয়া যায়, সংশোধন (Connection) বা আমি যেখানে যেখানে ভুল করেছি সেগুলো বুজতে পারা যায়। হৃদয়ে আনন্দ লাভ হবে, ভগবানের প্রতি আস্থা (Convication) বাড়ে। এগুলো সবই গীতা পড়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

তথ্যঃ গীতায় ভগবান ৭০০ শ্লোক বলেছেন। ৯ম অধ্যায়ের ৩৪ নং শ্লোকে বলেছেন, মন্মনা ভব মদ্ভক্তো .... তোমার মনটা আমাকে দিয়ে দাও, আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো, আমাকে পূজা করো, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার করো।

কীভাবে করব? কারো বিষয়ে চিন্তা করতে হলে প্রথমে তার সম্পর্কে জানতে হবে। কারো বিষয়ে না জেনে আমরা কীভাবে তাঁর চিন্তা করব? ২৪ ঘন্টা ভগবানকে চিন্তা করতে হবে ভগবান বলেছেন, সততং কীর্তয়ন্তো মাং ..... কীভাবে তা করব? ভগবানকে জানার মাধ্যমে তা করা সম্ভব।

যদি আমি ব্রাসেলস সম্পর্কে বলি তাহলে আপনি চিন্তা করবেন-ব্রাসেলস-এটা কোথায়? কোন দেশে পড়েছে? ইউওরোপ, আমেরিকা, জার্মানি-কোথায় এই জায়গাটা? আপনি কীভাবে এই জায়গাটা নির্ধারণ করবেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি সেটা সম্পর্কে জানতে পারছেন? কিন্তু যদি আপনি ব্রাসেলস সম্পর্কে শোনেন, ইউটিউবে ভিডিও দেখেন তখন আপনি ব্রাসেলস সম্পর্কে বলতে পারবেন।

আমরা সবাই জানি আমাদের মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের মৃত্যুর সময় কৃষ্ণস্মরণ করা। আমাদের আত্মা এক শরীরে থেকে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। মৃত্যুর সময়ে যেটা চিন্তা আমরা করি সেই চিন্তা অনুযায়ী আমাদেরকে আরেকটা দেহ দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যে রকম চিন্তা করি

Scanned with OKEN Scanner

সেরকম ফল পাওয়া যায়। তো এই চিন্তাটা ভগবানের সাথে মেলাতে হবে। ভগবান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান না থাকলে আমাদের চিন্তায় ভগবান আসবেন কীভাবে?

এইজন্য আমরা যখন গীতা পড়ি তখন ভগবান সম্পর্কে আমাদের Information বাড়তে থাকে। তখন আমরা আমাদের চিন্তায় ভগবানকে নিয়ে আসতে পারি। ইনফর্মেশন না থাকলে আমরা বুঝতে পারবো না এই সংসারে কী হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনি রয়েছে – এক ব্যক্তির একটি ফ্রিজ কেনার দরকার ছিল। একটি দোকানে গিয়ে তিনি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ফ্রিজটার দাম কত?" তখন দোকানদার বললেন, "আপনি এখান থেকে চলে যান। আমি আপনার কাছে বিক্রি করতে চাই না"। তখন ওই ব্যক্তি বললেন, "আমি এটা কিনতে এসেছি, টাকা দেবো। তাহলে আপনার সমস্যাটা" কী?" দোকানদার বললেন, "না না আমি আপনার কাছে বিক্রি করতে চাই না। আপনি এখান থেকে চলে যান"।

তখন লোকটি ভাবল দোকানদার আমার সাথে এরকম কেন ব্যবহার করছে? তখন সেই ব্যক্তিটি একটি মেয়ে সেজে তার পোশাক পরিবর্তন করে দোকানে আসলেন।

তিনি আবার বললেন, "আমার এই ফ্রিজটা লাগবে, এইটার দাম কত?" দোকানদার বললেন, "আপনি আবার এসেছেন? আমি একটু আগেই বললাম আপনার কাছে বিক্রি করব না। আপনি এখান থেকে চলে যান। তখন ব্যক্তিটি চিন্তা করলেন, আমি একজন মেয়ে সেজে এসেছি তারপরেও উনি আমাকে চিনলো কিভাবে? পরবর্তীতে একটি বোরখা পরে আসলো মুসলমান সেজে। আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমার এই ফ্রিজটা লাগবে"। পুনরায় দোকানদার তাকে চিনে ফেললেন এবং বললেন, "আপনার কাছে আমি বিক্রি করব না। চলে যান এখান থেকে"।

তিনি আবার পোশাক পরিবর্তন করলেন আবার এলেন কিন্তু যতবার তিনি পোশাক পরিবর্তন করলেন ততবার দোকানদার তাকে ঠিক চিনে ফেললেন।

Scanned with OKEN Scanner

সেই ব্যক্তিটি তখনবললেন, "ঠিক আছে। আমার ফ্রিজ লাগবে না কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর দিন পোশাক পরিবর্তন করে এসেছি আপনি ততোবারই আমাকে কীভাবে চিনতে পারলেন?"

দোকানদার তখন বললেন এ তো খুবই সহজ আপনি যতবার বলেছেন - এই ফ্রিজটা আমার লাগবে - ফ্রিজটা আমার লাগবে কিন্তু এটাতো ফ্রিজ নয়, এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। এর জন্য আপনি যতবার পোশাক পরিবর্তন করেছেন আমি ততবারই আপনাকে চিনে ফেলেছি কারণ এটা তো ফ্রিজ নয়, এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন।

তখন ব্যক্তিটি বললেন, "ঠিক আছে, আপনি আমার কাছে বিক্রি করলে সমস্যা কী?" তখন দোকানদার বললেন, "যে ব্যক্তির এইটুকু বুদ্ধি নেই যে এটা ওয়াশিং মেশিন নাকি ফ্রিজ এরকম ব্যক্তির কাছে যদি আমি বিক্রি করি তাহলে কালকে আমার কাছে পুনরায় নিয়ে এসে বলবে এটাতে কেন ঠান্ডা হচ্ছে না? কারণ হচ্ছে এটাতো ফ্রিজ নয় এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। এই রকম ব্যক্তির চক্করে আমার পড়ার দরকার নেই"।

আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা বড় বড় প্রশ্ন করেন। যেমনঃ ভগবান কেন ১৬,১০৮ বিবাহ করেছেন, ভগবান কেন অর্জুনকে দিয়ে যুদ্ধ করিয়েছিলেন, ভগবান কেন মিথ্যা বলেছিলেন, ভগবান কেন চুরি করেছিলেন। অনেক সময় আমাদের কাছে ইমেইল আসে, আমি বুঝতে পারি না কোথা থেকে উত্তর শুরু করব। প্রশ্ন করার আগে তাকে প্রাথমিক জ্ঞান (ABCD) জানতে হবে, এরপরে যদি কেউ প্রশ্ন করে তাহলে আমি তাকে তার উত্তর দিতে পারব। লোকেরা নানা রকম প্রশ্ন করে কিন্তু তারা গীতা পড়ে না, প্রসাদ পায় না, ভগবান সম্পর্কে জানে না, ভগবানের নামজপ করে না।

মহাভারত সিরিয়াল টিভিতে দেখে প্রশ্ন করে টিভিতে এইরকম দেখিয়েছে, আপনি বলছেন আরেকরকম, আমাকে একটু উত্তর দিতে পারবেন। এটা সম্পর্কে আমরা কি বলবো? এরকম মেইলের আমরা কখনো জবাব দিই না। কী জবাব দেব এটার? সে নিজের জীবনে কোনো কিছু প্রয়োগ করছে না অথচ ভগবান সম্পর্কে এত এত প্রশ্ন করছে। এর কী মূল্য? প্রথম ইনফরমেশন তো

নিতে হবে ভগবান সম্পর্কে। ইনফরমেশন নেওয়ার পরে সে জানতে পারবে, বুঝতে পারবে।

কোনো লোককে অমাবশ্যার রাতে একটা ঘরের মধ্যে সব লাইট বন্ধ করে যদি পট্টি দিয়ে লোকটির চোখ বেঁধে দেওয়া হয় আর ওই রুমের মধ্যে ওই ব্যক্তিটিকে বিভিন্নভাবে আঘাত করা হয় তখন তার পরিস্থিতি কেমন হবে? সে বুঝতে পারবে না সে কোথায় আছে, কেন তাকে মারছে, কেননা তার চোখে পট্টি বাধা আছে। আমাদের পরিস্থিতি ঠিক এরকম। যখন আমাদের গীতার সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকবে, আমরা সেই অন্ধের মতো দুঃখভোগ করতে থাকব। আমরা বুঝতেই পারব না যে আমরা দুঃখে আছি। এই রকম নয় যে, যখন আপনার গীতার জ্ঞান হয়ে যাবে আর কোনো কষ্ট আসবে না। কমপক্ষে আপনি এটা জানতে পারবেন যে কেন আপনি কষ্ট পাচ্ছেন।

অনেক ব্যক্তি আছেন-কেউ সুন্দর, কেউ কালো, কেউ ধনী, অনেকে গরিব, কেউ ভিখারি, কারো জীবনে কেবলই সুখ এবং কারো জীবনে অনেক দুঃখ আর দুঃখ। কেউ উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, কেউ আবার গরীব ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। এরকম পার্থক্য হওয়ার কারণ কী? ভগবান সকলের পিতা হওয়ার পরেও কেন সবার প্রতি সমভাবাপন্ন নন? কেন আমার সাথে এরকম ব্যবহার করছেন না, আমি কেন এরকম কষ্ট পাচ্ছি? এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না।

আমরা জানি না আমাকে কে মারছে, কেন মারছে। কিন্তু যখন ভগবদগীতার জ্ঞান হবে তখন আমাদের এই পট্টি খুলে যাবে। মার তো পড়বেই কেননা এই জগৎ দুঃখালয়। মার পড়বেই কিন্তু কমপক্ষে আপনি আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন। আপনি ভক্ত হয়ে গেছেন কিন্তু আপনি যেখানেই যান না কেন বৃষ্টি বন্ধ হবে না। কিন্তু আপনার বুদ্ধি আসবে যে, আমাকে ছাতা নিতে হবে। এটা হচ্ছে রক্ষা করা। পরিস্থিতি যেমন আছে তেমনি থাকবে কিন্তু আপনার বুদ্ধি আসবে যে, আপনি এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

এই জ্ঞান গীতার মাধ্যমে পাওয়া যায়। এটাই Information। জ্ঞান বিনা ভক্তি হচ্ছে অন্ধ আর ভক্তি বিনা জ্ঞান পঙ্গু। এটা কোন অন্ধ বিশ্বাস নয়। আমরা যে ভক্তি করি সেটা জ্ঞান দিয়ে বুঝে শুনে করি। ভগবান কে, কেন ভগবানকে

পূজা করতে হবে, গীতা কেন পড়তে হবে? এসব উত্তর খুঁজতে গীতা আমাদেরকে সহায়তা করে।

উদাঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেদশাস্ত্রাদি রূপী কাঠালটি ভেঙ্গে এর অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ফেলে দিয়েছেন এবং সারবস্তুগুলো বীজ ফেলে দিয়ে মধু মিশ্রিত করে গীতায় আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আমাদেরকে কেবল তা গ্রহণ করতে হবে।

শ্লোকঃ গীতা সুগীতা কর্তব্যা

"বিশ্বমনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির নির্যাস। জগতের সারস্বত সমাজে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান এই সদ্‌গ্রন্থ। বিশ্বের ইতিহাসে যথার্থ গণসাহিত্য এই গীতা। পন্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষক-সৈনিক, কর্মী-ব্যবসায়ী, ছাত্র-শ্রমিক, ত্যাগী-ভোগী সকলের কাছেই এই গ্রন্থের আবেদন। নির্জন গুহাবাসী নিষ্কিঞ্চন তপস্বী হতে রাজপ্রাসাদবাসী ধনী, সর্বকর্মত্যাগী সাধু হতে সদা কর্মনিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা পর্যন্ত সকলেই জীবনের পাথেয় এই গীতা হতে পেয়ে থাকেন। গীতা মানব সমাজে জ্ঞান কল্পতরু"।

তথ্যসূত্র

১. উপনিষদ, সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন, হরফপ্রকাশনী, কলকাতা, (১৯৭৮)

২. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, অনু স্বামিজুষ্টানন্দঃ, উদ্বোধন কার্যালয়ঃ কলকাতা, (২০১৪)

৩. উপনিষদ্, সম্পা. স্বামিলোকেশ্বরানন্দঃ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, (২০০২), প্রথম সংস্করণ

৪. উপনিষদ্, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৪, (দশমপুনর্মুদ্রণ)

৫. বেদব্যাসঃ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, শঙ্করভাষ্যসহিত, সম্পাঃ, স্বামী বাসুদেবানন্দঃ, উদ্বোধনকার্যালয়, কোলকাতা, ২০১৩, (পুনর্মুদ্রণ)

Scanned with OKEN Scanner